সরকার ফিল্মসের রঙিন ছবি

মাস্টার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর কাহিনী "মহাবিহার" অবলম্বনে
সরকার ফিল্ম্‌স-এর দ্বিতীয় নিবেদন

পরিচালনা
নারায়ণ চক্রবর্তী

মাদার
(রঙিন)

সঙ্গীত পরিচালনা ও সঙ্গীত চিত্রায়ণ
বীরেশ্বর সরকার

আলোক চিত্রণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী ॥ শিল্প-নির্দেশনা : বিমল সরকার ॥ সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী : রবিন সেন ॥ রূপসজ্জা : গোপাল হালদার ॥ পোশাক পরিকল্পনা : সতী সরকার ॥ অলংকার ও পোশাক সরবরাহ : বি, সরকার জহুরী : ডালিয়া : নিউ ইয়ক : দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই ॥ সাজসজ্জা : শের আলি ॥ কর্মসচিব : বাণীব্রত দে সরকার ॥ ব্যবস্থাপনা : সন্দীপ পাল ॥ প্রচার পরিকল্পনা : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য ॥ স্থির-চিত্র : শিবরাম চক্রবর্তী ॥ চিত্রগৃহ-সজ্জা : অনুপ কর্মকার ও সুনীল ব্যানার্জী ॥ শব্দানুলেখন, সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, বি আর. সাউণ্ড এন মিউজিক, এ. ডি. এম. সাউণ্ড সারভিস নং এক। আলোক নিয়ন্ত্রণ : নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও নং এক-এর কর্মীবৃন্দ, আশা স্টুডিও (বোম্বাই)-এর কর্মীবৃন্দ, নারায়ণ চক্রবর্তী ও অমূল্য দাস ॥ পরিচয় লিখন : দীগেন স্টুডিও ॥

সর্বাধ্যক্ষ : প্রণব বসু

চিত্রনাট্য ও কাহিনী সংবর্ধন : সরকার ফিল্মস কাহিনী বিভাগ ॥ চিত্রনাট্য উপদেষ্টা : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিহির সেন, বিমল সরকার, বিমল ভৌমিক

: রূপায়ণে :

শর্মিলা ঠাকুর * অমল পালেকার * দীপঙ্কর দে * অরিন্দম গাঙ্গুলী

ছায়াদেবী, বিপিন গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, কালি মুখার্জী, গৌর, জয়ন্ত, শের আলি, শর্মা, শ্রীমান দাস, প্রবাল, নীলশঙ্কর, সুরূপা, আলপনা, চন্দনা, আই. সি. আই-এর কর্মীবৃন্দ ॥ অতিথি শিল্পী : মহুয়া রায়চৌধুরী, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, মুরারী চক্রবর্তী ॥ গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোঃ, বীরেশ্বর সরকার ॥

: নেপথ্য কণ্ঠ :

লতা মুঙ্গেশকর, কিশোরকুমার, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, মীনা মুখোপাধ্যায় ॥

সহকারীবৃন্দ : প্রধান সহকারী পরিচালক : অমিত সরকার ॥ পরিচালনা : ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী, প্রশান্ত সরকার ॥ আলোক চিত্রণ : অনিল ঘোষ, স্বপন নায়েক ॥ শিল্প নির্দেশনা : সুরথ দাস ॥ রূপসজ্জা : তারাপদ পাইন ॥ ব্যবস্থাপনা : সুরেন দাস, ভগীরথ চক্রবর্তী

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সত্যজিৎ রায় ॥ চারুবালা মিত্র ॥ মাদার টেরেসা ॥ বাসু চ্যাটার্জী ॥ রঞ্জন বসু ॥ প্রভাত রায় ॥ কুমার : এস, কে, সেনগুপ্ত ॥ শ্রী ও শ্রীমতী সুব্রত গাঙ্গুলী ॥ অর্চনা রায় ॥ মিঃ সামন্ত ॥ যাদব মিত্র রবীন দাস ॥ পারমিতা ॥ শিবানী ॥ মোহন দামানী ॥ মিঃ ও মিসেস ভক্তবৎসলম ॥ মিঃ কোট্টেশ্বর রাও (জেমিনী) ॥ ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট ॥ মহাবোধি সোসাইটি, সারনাথ ॥ রাঘবপুর চার্চ কর্তৃপক্ষ ॥ সারনাথ আর্কিওলজিক্যাল অফিসারবৃন্দ ॥ বিদ্যাসাগর বাণীভবন কর্তৃপক্ষ ॥ ২৪ পরগণা পুলিশ বিভাগ ॥ পার্ক ভিউ নার্সিং হোম ॥

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও নং এক ও আশা স্টুডিও (বোম্বে)তে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারী, জেমিনী কালার ল্যাবরেটারী ও বোম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

বিশ্ব পরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড

কাহিনী

শিলাবতীর মত সুন্দরী, বিদুষী স্ত্রী আর ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ে বুলা বাবলুকে নিয়ে সুখের সংসার ডাক্তার শঙ্কর আচার্যের। কিন্তু এই আপাত সুখ ও প্রাচুর্যের ভেতরও অহনিশ কী যেন এক গভীর গোপন যন্ত্রণা বহন করে চলে শিলা। একমাত্র শঙ্কর আর ওদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অ্যাণ্টনি ছাড়া সেই গোপন যন্ত্রণার উৎসের কথা কেউ জানে না।

দীর্ঘ আঠারো বছর সমাজ, সংসার, আর স্বামীর পারিবারিক মর্যাদার কথা ভেবে শিলা নিঃশব্দেই বহন করছিল সেই যন্ত্রণা, কিন্তু একদিন ওর সহ্যের সব সীমা ভেঙে দিল পর পর কয়েকটি ঘটনা—এই ঘটনাগুলো প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে যেন শিলার ভেতর। দীর্ঘ আঠারো বছরের এক যন্ত্রণাকাতর বিদীর্ণ বিবেক মুহূর্তের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

নিজের দায়িত্বে ছুটে যায় শিলা সাদাতপুর মিশনে। যে মিশনের ফাদার ওদের এককালের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অ্যাণ্টনি।

কাকে খুঁজতে সাদাতপুর গেল শিলা? ফাদার অ্যাণ্টনিকে, না অন্য কাউকে? যে যন্ত্রণা তাকে তিল তিল করে এই আঠারো বছর ধরে বিদ্ধ করেছে, সাদাতপুরে গিয়েও কি সেই যন্ত্রণা থেকে সে মুক্ত হতে পারল? তারই উত্তর বিদীর্ণ-বিবেক এক মাতৃত্বের মর্মস্পর্শী ছবি—মাদার।

(১)

কথা : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : মীনা মুখার্জী

এসো হে সুন্দর
এসো মনোহর
এই ভুবন ধূলিতে।
দাও গো শান্তি
পরম কান্তি—
জ্যোতির্ময় রূপেতে—।
তব করুণার
অর্ঘ্য ঢেলে—।
হৃদয় মন্দিরে দ্বীপে জ্বেলে।
বিশ্বজনে দাও সে আলো
হিংসা দ্বেষ রক্তিম পৃথ্বী
কোথাও নেই আলোকদ্যুতি
প্রেম বন্ধন দাও গো ভিক্ষা
প্রেম বন্ধন দাও।

(২)

কথা : পুলক বন্দোপাধ্যায়
শিল্পী : কিশোরকুমার

আমার নাম এ্যানটনী
কাজের কিছুই শিখিনি
লারনিং কিংবা পেণ্টিং
অর সিংগিং ;
আমি আজকের দুনিয়াতে
গুড ফর নাথিং।
আমি ভবঘুরে সমাজের এম, এল, এ,
হু হু হু বাবা—এম, এল, এ
উধাও হয়ে যাই—
কিছু না বলে—
আমি বাঁধা ছকেতে কখনো
চলিনি কোনদিন।
যত হাসি খুশি ছেলে খেলা পেয়েছি
আমার দুপকেটে ভরে নিয়েছি,
হু হু পকেটে ভরে নিয়েছি ;
ডলার টাকা পাউণ্ড আমি চাই না
চাই নাতো—ইসটারলিং।

কিশোর সঙ্গীত

(৩)

কথা : পুলক বন্দোপাধ্যায়
শিল্পী : আশা ভোঁসলে

এক যে ছিল রাজপুত্তুর
সবেতেই সে বাহাদুর,
তবুও তারই জন্যে
জুটলো না রাজকন্যে।
আচ্ছা তারপর কি হলো ?
ঢোল পিটিয়ে সে শোনালো
পাত্র আমি অতি ভালো,
হায় কলিকাল এমনি কপাল
সেধে সেধেই দিন গেল।
ইস খুব যে দরদ দেখছি !
ওগো দরদী কন্যে
আর কেঁদোনা তার জন্যে।
এবার আমায় তুমি বল
রাজকন্যের কি হলো ?
বল....বল···চুপ কেন ?
রাজকন্যার তার আবার কি হবে
শুনবে ?
এক যে রাজকন্যা ছিল
কত ঢঙই সে দেখালো
হয়েও M.A হলো না বিয়ে
চুলগুলোই পেকে গেল।
কী ?
থুরি থুরি
ঝগড়ুটি বুড়ি হলো।
কী
না···না।
মাথায় যে তার
গোবর পোড়া—
বুঝল না কি হারালো।
এক যে ছিল রাজপুত্তুর
এক যে ছিল রাজকন্যে,
ভাগ্যটা দুজনেরই শত্রুর
কারোর কিছুই জুটল না।

(৪)

কথা : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : লতা মঙ্গেশকর

হোতাম যদি তোতা পাখী
তোমায় গান শোনাতাম।
হোতাম যদি বনময়ূরী
তোমায় নাচ দেখাতাম।
হোতাম যদি ভোরের আকাশ
তোমার ঘুম ভাঙ্গাতাম।
হোতায় যদি রাতের তারা
তোমায় ঘুম পাড়াতাম।
স্বপ্ন আমার সব কিছুই আজ
তোমায় ঘিরে ঘিরে।
নদীর ঢেউ যেমন ফেরে
কূলের তীরে তীরে।

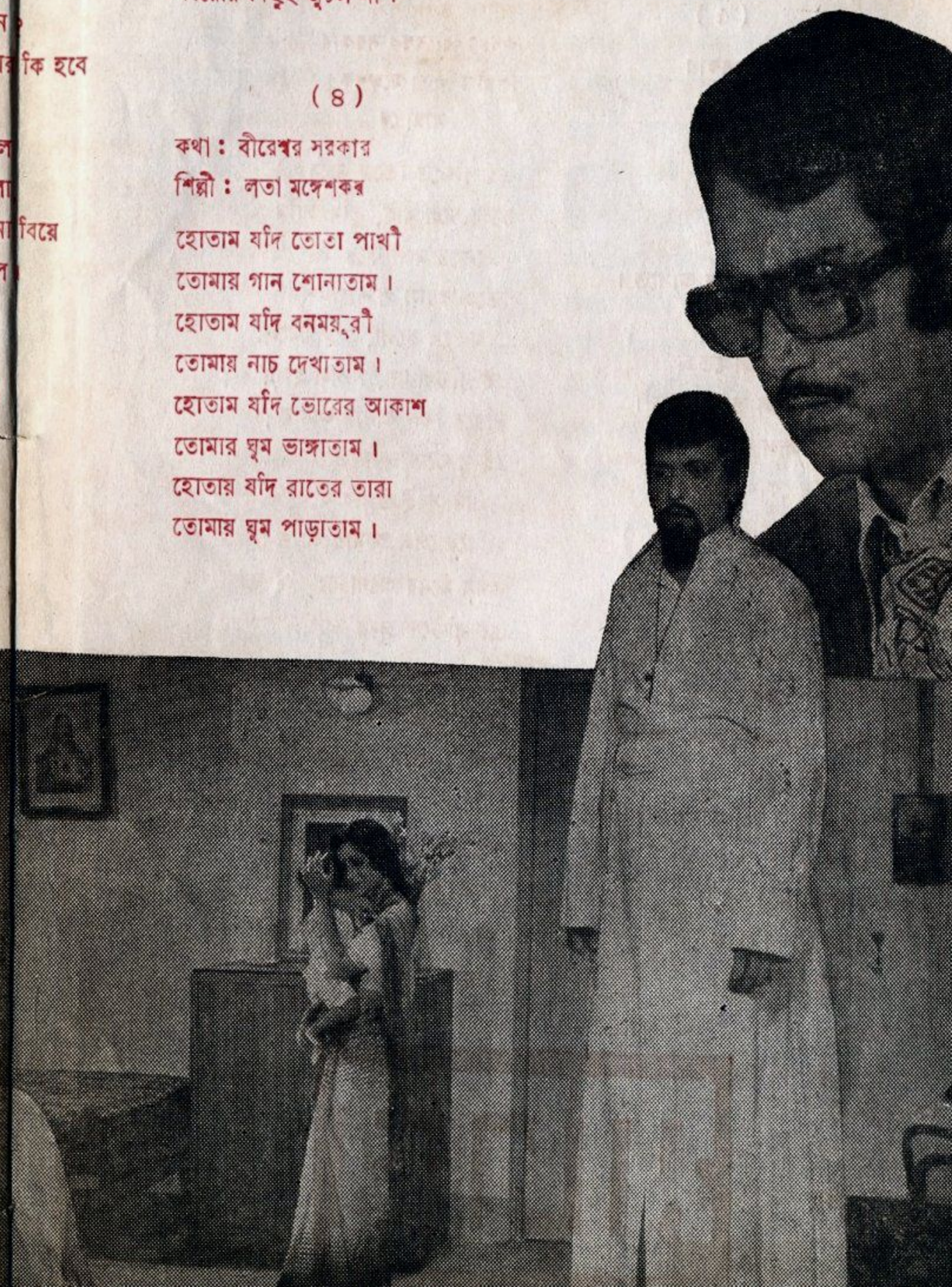

হোতায় যদি ইচ্ছে মতন
সবই বুঝি পেতাম।
ভুবন মাঝে সকল কিছু
হৃদয় ভরে নিতাম।

(৫)

কথা : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : কিশোরকুমার

আহা !...
কী দারুণ দেখতে।
চোখ দুটো টানা টানা
যেন শুধু কাছে বলে আসতে।
কী দারুণ দেখতে
ঠোঁট দুটো ভেজা ভেজা
যেন শুধু বলে ভালবাসতে।
পড়েছে লাল শাড়ী
যাবে সে কোন বাড়ী
শ্বশুড় বাড়ী ?
সেজেছে সুন্দরী
আহা মরি মরি
দেখবে যে সেই মজে যাবেই,
ইস কী দারুণ দেখতে।
ওরে বাবা এযে রেগে মেগে
চড় তুলে আসছে।
বাঃ রাগলে তো ভারী ভাল লাগছে।
ওয়াং ওয়াং ওয়াং
দুগালে টোল ফেলে
হাসিতে মন মেলে ;
অঙ্গে ঢেউ তুলে
এ সাজে কেউ এলে
ভেসে যেতে ইচ্ছে তো হবেই—হবে ॥
আহা কী দারুণ দেখতে ॥

(৬)

কথা : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : লতা মঙ্গেশকর
মান্না দে

এই বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে
চলো চলে যাই, তুমি আমি
দুজনেতে মজা করে
ভিজে আসি পাশাপাশি।
এ মন যে হলো, এলোমেলো
এই বৃষ্টিধারায়, পাগল হাওয়ায় ;
ভরিয়ে দিল কানায় কানায় ;
এই বৃষ্টিতে হৃদয় ভরে
দিলাম সবই উজার করে,
হারিয়ে গেল আমার আখি।
কখন মনের অগোচরে
এই বৃষ্টিতে হৃদয় ভরে
দিলাম সবই উজার করে।
এমন ভাবে কাছাকাছি,
কখনো আসিনি, তুমি আমি,
নিবিড় করে কখনও পাইনি।
এই বৃষ্টিতে ভিজে রাতে
একলা ঘরে অন্ধকারে
কথা দিলাম, কথা নিলাম,
তুমি আমার আমি তোমার ॥

(৭)

কথা : পুলক বন্দোপাধ্যায়
শিল্পী : লতা মঙ্গেশকর

হাজার তারার আলোয় ভরা
চোখের তারা তুই।
স্বপ্ন দিয়ে সাজাই তোকে
কান্না দিয়ে ধুই।
এমন নয়ন মণি ফেলে
কেমন করে যে যাই,
যে দিকে চাই সেদিকে আজ
আঁধার দেখি তাই।
এখন আমার এ পথ ছাড়া
আর তো নেই কিছুই।
কোথায় ছিলি কোথায় এলি
চাঁদের কনা তুই।
দূরে গেলে রয়েই যাবো
কাছে কাছেই তোর।
আসবো ফিরে নতুন হয়ে
রাত্রি হলে ভোর।
যাবার বেলায় কিছুই না পাই
প্রাণ ভরে শুধু ছুই

(৮)

কথা : পুলক বন্দোপাধ্যায়
সুর : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : মীনা মুখার্জী

আমার তুমি আছো।
আছো আমার মনেতে।
সকল কাজে সকল খেলাতে।
চাই না তো আর আমি কিছুই
পেয়েছি সবই তোমার মাঝেতে !
যে পথে যাই সে পথে তাই
সাথী হয়ে তোমাকে পাই
চলতে চলতে ক্লান্তি আমার
মুছি তোমার ছায়াতে।
জানে না কেউ কে যে আমায়
ভরে দিল ভালবাসায়,
খুঁজতে খুজতে পেলাম কাকে
আমার এমন কাছেতে।

হোতায় যদি ইচ্ছে মতন
সবই বুঝি পেতাম।
ভুবন মাঝে সকল কিছু
হৃদয় ভরে নিতাম।

(৫)

কথা : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : কিশোরকুমার

আহা !...
কী দারুণ দেখতে।
চোখ দুটো টানা টানা
যেন শুধু কাছে বলে আসতে।
কী দারুণ দেখতে
ঠোঁট দুটো ভেজা ভেজা
যেন শুধু বলে ভালবাসতে।
পড়েছে লাল শাড়ী
যাবে সে কোন বাড়ী
শ্বশুড় বাড়ী ?
সেজেছে সুন্দরী
আহা মরি মরি
দেখবে যে সেই মজে যাবেই,
ইস কী দারুণ দেখতে।
ওরে বাবা এযে রেগে মেগে
চড় তুলে আসছে।
বাঃ রাগলে তো ভারী ভাল লাগছে।
ওয়াং ওয়াং ওয়াং
দুগালে টোল ফেলে
হাসিতে মন মেলে ;
অঙ্গে ঢেউ তুলে
এ সাজে কেউ এলে
ভেসে যেতে ইচ্ছে তো হবেই—হবে।
আহা কী দারুণ দেখতে ॥

(৬)

কথা : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : লতা মঙ্গেশকর
মান্না দে

এই বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে
চলো চলে যাই, তুমি আমি
দুজনেতে মজা করে
ভিজে আসি পাশাপাশি।
এ মন যে হলো, এলোমেলো
এই বৃষ্টিধারায়, পাগল হাওয়ায় ;
ভরিয়ে দিল কানায় কানায় ;
এই বৃষ্টিতে হৃদয় ভরে
দিলাম সবই উজার করে,
হারিয়ে গেল আমার আখি।
কখন মনের অগোচরে
এই বৃষ্টিতে হৃদয় ভরে
দিলাম সবই উজার করে।
এমন ভাবে কাছাকাছি,
কখনো আসিনি, তুমি আমি,
নিবিড় করে কখনও পাইনি।
এই বৃষ্টিতে ভিজে রাতে
একলা ঘরে অন্ধকারে
কথা দিলাম, কথা নিলাম,
তুমি আমার আমি তোমার ॥

(৭)

কথা : পুলক বন্দোপাধ্যায়
শিল্পী : লতা মঙ্গেশকর

হাজার তারার আলোয় ভরা
চোখের তারা তুই।
স্বপ্ন দিয়ে সাজাই তোকে
কান্না দিয়ে ধুই।
এমন নয়ন মণি ফেলে
কেমন করে যে যাই,
যে দিকে চাই সেদিকে আজ
আঁধার দেখি তাই।
এখন আমার এ পথ ছাড়া
আর তো নেই কিছুই।
কোথায় ছিলি কোথায় এলি
চাঁদের কনা তুই।
দূরে গেলে রয়েই যাবো
কাছে কাছেই তোর।
আসবো ফিরে নতুন হয়ে
রাত্রি হলে ভোর।
যাবার বেলায় কিছুই না পাই
প্রাণ ভরে শুধু ছুই

(৮)

কথা : পুলক বন্দোপাধ্যায়
সুর : বীরেশ্বর সরকার
শিল্পী : মীনা মুখার্জী

আমার তুমি আছো।
আছো আমার মনেতে।
সকল কাজে সকল খেলাতে।
চাই না তো আর আমি কিছুই
পেয়েছি সবই তোমার মাঝেতে !
যে পথে যাই সে পথে তাই
সাথী হয়ে তোমাকে পাই
চলতে চলতে ক্লান্তি আমার
মুছি তোমার ছায়াতে।
জানে না কেউ কে যে আমায়
ভরে দিল ভালবাসায়,
খুঁজতে খুজতে পেলাম কাকে
আমার এমন কাছেতে।

শিল্পী সংসদের
দ্বিতীয় নিবেদন

দুষ্টুসরস্বতী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা · **পীযূষ বসু**

উত্তম · সুপ্রিয়া · তনুশ্রী · রঞ্জিত · ভিক্টর · অনিল · সীতা · কল্যাণী

সুশীল মজুমদার ও শিল্পী সংসদের হাজার শিল্পী

সুখেন দাস
পরিচালিত

উত্তম · সুমিত্রা · সাবিত্রী · বিকাশ
শুভেন্দু · অনিল · ছায়া দেবী ও সুখেন দাস
অভিনীত

এস · ডি · ফিল্মসের

রাজনন্দিনী

সঙ্গীত · অজয় দাস

সীমন্ত মুভিজের
প্রথম নিবেদন

বাঁশরী

পরিচালনা · **অসীম ব্যানার্জী**

সঙ্গীত · হৃদয় কুশারী

রূপায়ণে · মিঠুন · সুমিত্রা · পদ্মা · ভারতী
শোভা · সত্য ও অন্যান্য

চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত